১৩-০৮-১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা :- তোমরা শোনা কথার উপর বিশ্বাস কোরো না, যদি কেউ তোমাদের অযথা কথা শোনায় তাহলে এক কান দিয়ে শুনে অপর কান দিয়ে বার করে দিও । "

প্রশ্ন :- যে বাচ্চারা এই জ্ঞানের আনন্দে থাকে তাদের লক্ষণ কি ?

উত্তর :- তারা এই খুশির নেশায় তাদের পুরোনো কর্মভোগের হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিতে থাকে। জ্ঞানের খুশিতে তারা এই দুঃখ , দুর্দশার দুনিয়াকে ভুলে যায় । তাদের বুদ্ধিতে এই কথাই থাকে যে এখন তারা খুশির দুনিয়ায় যাচ্ছে । রাবণের শাপে তারা দুঃখী হয়েছিলো, এখন বাবা এসেছেন তাদের দুঃখ-যন্ত্রণার দুনিয়া থেকে বার করে সুখের দুনিয়ায় নিয়ে যেতে ।

গীত :- তোমায় পেয়ে আমরা ...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি -মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা এই গান শুনেছে । এই গান শুনে অবশ্যই বাচ্চাদের মনে রোমাঞ্চ আসবে কারণ বলা হয়, খুশির মতো খাদ্য নেই । এখন তোমরা রুহানি বাচ্চারা বেহদের বাবাকে পেয়েছো । বেহদের বাবা তো একজনই, আর বাচ্চারা জানে যে যখন আরো বাচ্চারা এখানে আসবে তখন তাদেরও মনে রোমাঞ্চ জাগবে । তোমরা জানো যে একসময় তোমাদের রাজত্ব ছিলো, সেই রাজত্ব তোমরা হারিয়ে ফেলেছো, এখন আবার সেই হারানো রাজ্যের অধিকার লাভ করতে চলেছো । ভারতবাসীর জন্য এতো খুবই খুশীর খবর । অবশ্য তখনই সেই খুশী আসবে যখন এই জ্ঞান খুব ভালোভাবে শুনবে এবং বুঝতে পারবে । এ হল বরাবরের জন্য খুশী কারণ প্রতি কল্পেই শিববাবা এখানে আসেন । এই গায়নও আছে যে শিববাবার জন্ম এই ভারতেই । যত ব্রত বা উত্সবের কথা বলা আছে সবই এই সময়ের । বাবা এসে তোমাদের খুব সহজ রাস্তা বলে দিচ্ছেন । মানুষের অনেক ধরনের শোক, দুঃখ আছে , কিন্তু এখানে এই জ্ঞানের খুশী থাকলে সেইসব শোক, দুঃখ হারিয়ে যায় । যেমন কোনো অসুস্থ মানুষ সুস্থ হবার পর বাড়ি ফিরলে সকলেই খুশী হয় । তখন এই রোগের যাবতীয় দুঃখের কথা মানুষ ভুলে যায় । স্বামীরঘর, শ্বশুরঘর , মিত্র সম্বন্ধী সকলেই এই খুশীতে মেতে ওঠে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, তোমরা এই বিশ্বের মালিক ছিলে, পরবর্তীকালে তোমরাই আবার রাবণের দ্বারা শাপিত হয়েছিলে । এই কলিযুগ হল দুঃখের দুনিয়া । আবার আগামীকাল তোমাদের জন্য খুশীর দুনিয়া অপেক্ষা করছে । খুশীর দুনিয়াকে যদি তোমরা সবসময় স্মরণ করো, তাহলে সমস্ত দুঃখকেই তোমরা অতি সহজে ভুলতে পারবে । এই দুনিয়া হলো তমোপ্রধান দুনিয়া । এখানে অনেক প্রকারের কর্মভোগ করতে হয় । অবলা নারীদের উপর কতো অত্যাচার হয় । এখানে মানুষের জীবনে অনেক প্রকারের বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয় । এই বিঘ্ন আর কর্মভোগের দিন আর অল্প সময়ই বাকি আছে । বাবা তোমাদের ভরসা দেন যে, অল্প দিন বাকি আছে । আগের কল্পেও একই ঘটনা ঘটেছিলো । এখানে সমস্ত কর্মের হিসেব নিকেশ শোধ করতে হয় । তাই এই জ্ঞানের খুশিতে থেকে কর্মের হিসেব নিকেশকে এর মধ্যেই চুকিয়ে নাও । কেবলমাত্র বাবা আর তাঁর বর্ষা বা সম্পত্তিকে স্মরণ করতে থাকো । কোনোরকম উল্টোপাল্টা কাজ করো না । তাহলেই তোমরা শাস্তি পাবে এবং তোমাদের পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । বাচ্চাদের কাজই হলো বাবাকে স্মরণ করা । বাবা

বলেন যে ....আমাকে যদি তোমরা স্মরণ করো তবে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । সমস্ত হিসেব নিকেশও শোধ হয়ে যাবে । বাকি অল্প সময় আছে , তাই তোমরা তোমাদের হিসেব নিকেশ শোধ করে যাও কারণ তোমরাই হলে অন্ধের লাঠি । তোমরা নিজেরাও স্মরণ করো আর অন্যকেও এই পথ বলে দাও । বিঘ্ন তো জীবনে অনেক আসবে । যতটা পারো মানুষকে বোঝাতে থাকো যে, তোমরা সকলে বাবাকে স্মরণ করো । এই অক্ষরেরও কতো নাম বা গুরুত্ব । " মনমনাভব " অর্থাত্ হে আত্মারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের অতীতের বিকর্ম ভস্ম হয়ে যাবে । এতে দ্বিধা থাকার কোনো কথাই নেই । শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করলেই তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । তোমরা জানো যে তোমরা ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করেছো । এই চক্র তোমরা পূর্ণ করেছো আবার ভবিষ্যতে পূর্ণ করবে । এ হলো পুরোনো দুনিয়া আর পুরোনো শরীর ...তাই একে ভুলে যেতে হবে । এই ভুলে যাওয়া হলো আত্মাদের বেহদের সন্ন্যাস । লৌকিক দুনিয়ায় হলো হদের সন্ন্যাস যেখানে মানুষ ঘর বাড়ি ফেলে সন্ন্যাসী হয় । তাদেরও এই বিশ্বনাটকে পার্ট আছে । আবার এই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে । প্রতি সেকেন্ডে যা যা হয়ে গেছে নাটকে সেই নাটকেরই আবার পুনরাবৃত্তি ঘটবে । শাস্ত্র হলো ভক্তিমার্গের পুস্তক । ভক্তির পরে আসে জ্ঞান । এই সিঁড়ির ছবিতে অপর কাউকে বোঝানো খুবই সহজ । মুখ্য যে ছবিগুলো তা তোমরা ঘরেও রাখতে পারো । ত্রিমূর্তির ছবিও খুবই পরিষ্কার । সবার উপরে শিববাবা আছেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরও আছেন , এনারা সুক্ষ্মবতনবাসী, আর সবার উপরে অর্থাত্ সর্ব্বোচ্চ হলেন ভগবান । বাচ্চারাও বোঝে যে যেখানে বাবা থাকেন সেই জায়গাই হলো আমাদের আত্মাদের থাকার জায়গা, যাকে নির্বাণধামই বলো বা শান্তিধামই বলো একই কথা । শান্তিধাম নাম ঠিক অথবা নির্বাণধাম অর্থাত্ বাণী বা শব্দের থেকে অনেক দূর তাকে তো শান্তিধামও বলা যায় । ওটা হলো শান্তিধাম, তারপরে তোমরা যাবে সুখ আর শান্তির সম্পত্তি ধামে । তারপর আস্তে আস্তে সেই দুনিয়াই দুঃখ আর অশান্তিধাম হয়ে যাবে । সুখধামে তো করুণার সাগর বাবার অপার সম্পদ থাকে । আজকে কি আছে আর কালকে কি হবে ? আজ কলিযুগের শেষ আর কাল হবে সত্যযুগের শুরু । এ হলো রাত আর দিনের তফাত । ব্রহ্মা আর ব্রহ্মামুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদের দিন আর রাত, এমন কথাও প্রচলিত আছে । দিন অর্থাত্ সত্য আর ত্রেতায় থাকেন দেবতারা আর রাত অর্থাত্ দ্বাপর আর কলিযুগে থাকেন শূদ্ররা । আর মাঝের এই সঙ্গম যুগে থাকো তোমরা , ব্রাহ্মণরা । এই সঙ্গম যুগের কথা কেউই জানে না । এই কলিযুগী মানুষতো ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আছে । তাই এই কলিযুগী মানুষদের অন্ধকার থেকে আলোর দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়া তোমাদের বাচ্চাদের দায়িত্ব । এখন তোমাদের সামনে মহাভারতের লড়াই আছে। এমন গায়নও আছে যে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি সব নাশ করে । আর এই বিনাশকালে প্রীত বুদ্ধি বিজয় লাভ করে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, বাবা আমাদের আবার নতুন করে সেই রাজত্ব দিতে এসেছেন । আর আমাদের এই রাজত্ব কেউই ছিনিয়ে নিতে পারবে না । রাবণ অর্থাত্ বিকার তো সেই দ্বাপর যুগে প্রবেশ করবে । এই রাবণই তোমাদের রাজত্ব কেড়ে নিয়েছিল , তাই তাকে শত্রু বলা হয় আর শত্রুরই কুশপুত্তলিকা জ্বালানো হয় । রাবণ বা বিকার অনেক পুরোনো শত্রু । মানুষ বলে যে রাবণ রাজ্যে কিন্তু কারোর বুদ্ধিতেই এই কথা ঢোকে না । তাহলে একে তো ঘোর অন্ধকারই বলা হবে । এই বেহদের শিববাবা হলেন জ্ঞানে পূর্ণ । তাঁকে জ্ঞানের দাতা বা দিব্যনেত্রের বিধাতা বলা হয়। এখন তোমরা বাবার থেকে এই জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন প্রাপ্ত করেছো । এর আগে তো তোমরা কিছুই জানতে না । এখন সবই তোমরা জানতে পেরেছো । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাই তিনি অবশ্যই জ্ঞানের কথাই শোনাবেন । জ্ঞান না শোনালে কি করে প্রমাণ হবে । তোমরা জানো যে বাবা তোমাদের জ্ঞানের কথা শোনান এবং সেই জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য সদ্গতি প্রাপ্ত

করো । আবার অর্ধেক কল্প ভক্তির প্রথা চলতে থাকে । জ্ঞানের দ্বারা সদ্গতি তোমরা এই সঙ্গম যুগেই লাভ করো । এই সৃষ্টির কোনো কথাই আর বাচ্চাদের কাছে লুকানো নেই । বাবা বলেন যে, কোনো খারাপ কাজ তোমরা যদি করে ফেলো, বাবাকে বলে দাও । বাবা জানেন যে অনেকের দ্বারাই খারাপ কাজ হয়ে যায় কারণ এ হলো রাবণ রাজ্য । মায়া তোমাদের জোর ধাক্কা মারে কিন্তু অনেকেই তা লুকিয়ে রাখে । বাবা বলেন যে কোনো ভুল যদি তোমাদের দ্বারা হয়ে যায় তবে তত্ক্ষণাত বাবাকে তোমরা জানিয়ে দাও তাহলে সামনে এগিয়ে যাবার যুক্তি তোমরা বাবার কাছ থেকে পাবে । নাহলে এই পাপ বৃদ্ধি হতে থাকবে । কাম হলো মহাশত্রু । বাবাকে তোমরা লিখে জানাও যে ...বাবা, মায়া প্রচুর বিরোধিতা করে । তোমরা কেউই সবসময় যোগে থাকতে পারো না তাই মায়া থেকে বাঁচতেও পারো না । দেহঅভিমান তোমাদের বারে বারে এসে যায় । অনেকেই আছে যারা এই মায়ার চড় খেয়েছে । বাবার কাছে সবদিক দিয়েই এই খবর আসতে থাকে । খবরের কাগজে তো কতো ভুল খবর ছাপা হয় । এখন তো মানুষ বানিয়ে বানিয়ে কতো কথা বলে কারণ এই দুনিয়া হলো তমোপ্রধান দুনিয়া । ব্যসদেবের যখন রজোগুণী বুদ্ধি ছিলো, তখন তিনি যে কত এমন-তেমন কথাই লিখেছেন । বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন যে এই ধরনের শোনা কথার উপর বিশ্বাস করে তোমরা যেন খারাপ হয়োনা । অমুকে এমন কথা বললো , এমন কাজ করলো...এই শুনেই তোমাদের মাথা ঘুরে যায় । তোমরা বুঝতেই পারো না যে দুনিয়া হলো তমোপ্রধান । মায়া তোমাদের নীচে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করবে । কেউ যদি কোনো মিথ্যে কথা বলে তাহলে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দাও । অন্যদেরও এই কথাই বোঝাতে থাকো । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের জন্য এই বিশেষ খবর নিয়ে আসি । সুতরাং, হে আত্মারা তোমরা বাবার শ্রীমতে চলো । আমার আদেশ শোনো । শুধুমাত্র আমাকেই স্মরণ করো । যারা আমাকে স্মরণ করবে তারা নিজেদেরই কল্যাণ করবো এই স্মরণ কিন্তু আত্মাদেরই করতে হবে কারণ আত্মারাই সব ভুলে বসে আছে । এখন বাবার শ্রীমত এই হলো যে , তোমরা বাবার কাছে আশীর্বাদ বা দয়া, এমন কিছু চেয়ো না । কেবলমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই । এই সৃষ্টিচক্র কেমন করে আবর্তিত হয় ...এ তো তোমরা শুনেছই । এতে সন্দেহের কোনো কথাই নেই । বাবা ঘোর অন্ধকারের সময়ই আসেন তাই মানুষ শিবরাত্রির উত্সব পালন করে । কৃষ্ণের জন্মরাত্রিও মানুষ পালন করে । এইসময় রাত্রে মন্দিরে ক্ষীর, পুরী ইত্যাদি তৈরী হয় । এখন শিবের জন্য তোমরা কি বানাবে ? শিব তো হলেন নিরাকার । কেউই জানে না যে বাবা কোন্ সময় আসেন আর কোন্ সময় কিভাবে চলে যান। সবসময় তো তিনি কারোর শরীরে প্রবেশ করেন না । তিনি আসেন আবার চলেও যান । এখন তোমরা জানো যে তোমরা হলে শিববাবার পৌত্র অর্থাত্ নাতি । বরসা বা সম্পত্তি তোমরা তাঁর থেকেই পাও । ব্রহ্মাও তাঁর থেকেই বরসা পান । ব্রহ্মা তো হলেন মানুষই । সদ্গতিতে প্রথম নম্বরে থাকেন ব্রহ্মা, যিনিই শ্রীকৃষ্ণ হবেন । এই কৃষ্ণ সকলেরই প্রিয় কারণ বাল্য আবস্থা থেকেই তিনি সতোপ্রধান । কিছু বড় হলে তাঁকে সতোগুণী বলা হয় । তারপর রজ: আর পরবর্তীকালে তমো । শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধাই, লক্ষ্মী - নারায়ণ হন, বাবা যাদের এই জ্ঞান দিয়েছিলেন, তাদেরই আবার এই জ্ঞান দেবেন । ভারতেই এই দেবী দেবতার রাজ্য ছিলো তাই মন্দিরও ভারতে অনেক বেশী । খৃষ্টানদের চার্চে তোমরা একমাত্র ক্রাইস্টকেই দেখবে । কিন্তু দেবতাদের দেখ কত মন্দির রয়েছে । বাবা এসেছেন আমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানাতে অথবা ভারতকে স্বর্গ বানাতে । আমরা সকলেই বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র তৈরী হচ্ছি । বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ভারতকে স্বর্গ বানাবার কাজে হাত লাগিয়েছি । যেমন আমরা বাবার সাথে হাত মেলাতে এসেছি । ভক্তিমার্গে দেবতাদের মন্দির, মূর্তি ইত্যাদির জন্য অনেক খরচ করা হয় । মূর্তি তৈরী করে তার পুজো করার পর বিনষ্ট করে দেওয়া

হয় । নয় দিনের মধ্যেই মূর্তি ডুবিয়ে দেওয়া হয় । এই পূজার মধ্যে মানুষের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা মিশ্রিত থাকে । কলকাতায় নবরাত্রি খুব ভালো করে পালন করা হয় । এখন এইসব কথা শুনলে তোমাদের খুবই আশ্চর্য লাগে । আগেতো তোমরাও ওই পার্টধারী ছিলে । এইসবের জন্য কোটি টাকা খরচ করতে । কতখানি অন্ধশ্রদ্ধা তোমাদের ছিলো । রামায়ণের উপর তোমাদের কতখানি ভালোবাসা আছে । রামায়ণের কাহিনী শুনে তোমাদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে । এসবই ভক্তিমার্গের কথা । এতে কোনো লাভ হয় না । বাবা এখন তোমাদের কতো বুঝদার বানিয়ে তুলছেন । এইসব শুনে সবকিছু ভুলে যেও না, সমস্ত কথাই স্মরণ করো । এখানে এসে এইসব কথা শুনে তরতাজা হয়ে যাও। নিজেকে তোমরা আত্মা মনে করো এবং দেহের সঙ্গে যাবতীয় সব সম্বন্ধকে ভুলে যাও । এখন এই দুনিয়া হলো কবরস্থান তুল্য । দিল্লী শহরে বিড়লা মন্দিরে এই কথা লেখা আছে যে ...ভারত পরিস্থান ছিলো, যা ধর্মরাজ স্থাপন করেছিলো । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই দুনিয়া কবরস্থানে পরিণত হবে । বাবা বলেন যে ...সব কামচিতায় বসে আছে , চরম পাপে জলের জন্য হাহাকার করে মরবে । ক্রোধচিতা বলা হয় না, কামচিতাই বলা হয় । এই কামের নেশাও কখনো কম, বেশী হয় । বাবাই বাচ্চাদের এই কথা বুঝিয়ে বলেন । ঘরে যদি কোনো কুপুত্র বাচ্চা থাকে তাহলে মানুষ বলে ..এ কি বাবার সম্মান নষ্ট করছো ! কুপুত্র হলে বাবার মান সম্মানের হানি হয়। বেহদের শিববাবা বলেন যে, তোমরা যদি মুখ কালো করো তাহলে যারা ব্রাহ্মণ কুলভূষণ দেবতা হতে চলেছেন তাদের বদনাম করবে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে ...আমরা আমাদের পবিত্রতার শক্তির দ্বারাই ভারতকে আবার নতুন করে শ্রেষ্ঠাচারী দেবতাদের দুনিয়া বানাতে চলেছি । তোমাদের জন্য এ তো খুবই সাধারণ কথা । তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে মহাভারতের যুদ্ধ অতি নিকটে এবং এর দ্বারাই স্বর্গের দরজা খুলে যাবে । শাস্ত্রে এই মহাভারতের লড়াইয়ের কথার উল্লেখ আছে । তারপরে কি হয়েছিলো সে বর্ণনা কিন্তু নেই । শাস্ত্রে বলা আছে প্রলয় হয়েছিলো । এদিকে একবার শাস্ত্রে বলা আছে যে কৃষ্ণের মায়ের গর্ভে জন্ম হয়েছিলো , আর অন্য আরএকটি মত আছে যে, কৃষ্ণ অশ্বত্থ পাতার উপর আঙ্গুল চুষতে চুষতে জলে ভেসে এসেছিলো । মানুষ কিছুই সঠিক বোঝে না । সত্যযুগে সবাই গর্ভমহলে থাকবে অনেক আরামের সঙ্গে । কৃষ্ণ কি কখনো সাগরের জলে পাতায় করে ভেসে আসতে পারে ? এ তো সত্যিই অসম্ভব । সুতরাং, এইসব নাটক বানানো আছে, যা তোমরা সকলেই জানো । প্রতি কল্পেই এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় । এখন তোমাদের বাচ্চাদের নিজেদের কল্যাণ করতে হবে আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরও কল্যাণ করতে হবে । এটাই হলো আসল কথা । শিববাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা । তাঁকে বলাই হয় হেভেনলি গড ফাদার । তাহলে আমাদের বাচ্চাদের অবশ্যই স্বর্গের মালিক হতে হয় । শিবজয়ন্তীও ভারতেই পালন করা হয় তাহলে বাবা অবশ্যই ভারতকে কিছু দিয়েছিলেন তাই ভারতবাসীরা এই শিবজয়ন্তী পালন করে । এখন বাবা তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী দিচ্ছেন । শিববাবা হলেন সদ্গতিদাতা । জ্ঞানের সাগর বাবা এসেই তোমাদের এই জ্ঞান দান করেন । এখন বাবা তোমাদের সেই জ্ঞানই দান করছেন । ৫ হাজার বছর বাদে তিনি আবার এখানেই আসবেন । বাচ্চারা নিশ্চিত যে, যারা যারা এই ব্রাহ্মণ কুলের কেবলমাত্র তারাই এখানে আসবেন । আচ্ছা । মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে / হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার শ্রীমতে চলে নিজের এবং অন্যের কল্যাণ করতে হবে । কেউ কোনো মিথ্যে কথা বললে শুনেও না শুনতে হবে । সেই কথায় প্রভাবিত হয়ে বিগড়ে বা খারাপ হয়ে যাওয়া চলবে না ।

২) কখনোই যেন দেবতা হতে যাওয়া ব্রাহ্মণ কুলভূষণদের নাম বদনাম করা চলবে না .....এই খেয়াল অবশ্যই রাখতে হবে । কোনরকম বিপরীত কাজ করা যাবে না । অতীতের সমস্ত কর্মের হিসেব – নিকেশকে শোধ করতে হবে ।

বরদান :- শরীর থেকে পৃথক থাকার অভ্যাস করে সকলকে ফরিস্তা রূপের সাক্ষাত্ করানোর জন্য নিরন্তর সহজযোগী হও ।

যেমন কোন্ বস্ত্র আমরা পরিধান করবো বা করবো না তা যেমন আমাদের নিজেদের হাতে আছে, ঠিক এমনই অনুভব এই শরীররূপী বস্ত্রের সঙ্গে করতে হবে । যেমন এই শরীররূপী বস্ত্র ধারণ করে কোনো কার্য সম্পাদন করলাম আবার সেই কার্য সম্পাদন হওয়ার পরে শরীররূপী বস্ত্র থেকে পৃথক হয়ে যেতে হবে । শরীর আর আত্মার যদি চলতে ফিরতে পৃথক অনুভূতি হয় ....তখনই বলা হবে নিরন্তর সহজযোগী । শরীর থেকে এমনভাবে পৃথক থাকা বাচ্চাদের দ্বারা অনেক আত্মাদের ফরিস্তা রূপ আর ভবিষ্যতের রাজ্যপদের সাক্ষাত্কার হবে । অন্ত সময়ে এই সেবার দ্বারাই সবাই প্রভাবিত হবে ।

স্লোগান :- সঙ্গম যুগের এক সেকেন্ড সময় নষ্ট করার অর্থ হলো এক বছর সময় নষ্ট করা ।